আমাদের সময়

তারিখ 30 APR 2008
পৃষ্ঠা ৮০ কলাম 2

ছাত্রী হলটিকে জেল বলা যেতে পারে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক হল চাদ সুলতানা। আবাসন সঙ্কট আর প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছে অর্ধশতাধিক ছাত্রী। থাকা-খাওয়ার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে হল কর্তৃপক্ষ। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ছাত্র হল হিসেবে কর্তৃপক্ষ ১৯৮৩ সালে নির্মাণ করে চাদ সুলতানা হল। পরে ছাত্রদের জন্য নতুন হল নির্মিত হলে এটিকে ছাত্রী হল হিসেবে ব্যবহার করে কৃষি কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছাত্রী হলের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তখন ছিল না। সীমানা প্রাচীরসহ কিছু সমস্যা সমাধান করা হলেও অনেক সমস্যাই রয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে শুধু কৃষি অনুষদ থাকায় হলের ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধান হয়।

—পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পরে ২০০৩-০৪ সেশনে ব্যবসায় প্রশাসন ও কমপিউটার বিজ্ঞান অনুষদ দুটি খোলা হলে আবাসন সঙ্কট নিরসনে কর্তৃপক্ষ ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে চাদ সুলতানা হলে নতুন একটি ভবন নির্মাণ করে ৬৪ জনের আবাসনের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে এ দুটি ভবন মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জনের আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও হলে ছাত্রী অবস্থান করছে ২০৭ জন। অতিরিক্ত ছাত্রীরা গণরুমে অবস্থান করছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ ২০০৭-০৮ শিক্ষা বছরে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান এবং মাৎস্য বিজ্ঞান নামে নতুন দুটি অনুষদ খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে বর্ধিত এ ছাত্রীদের জন্য নতুন হল নির্মাণ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। চাদ সুলতানা হলের প্রভোস্ট শামসুল হক হাওলাদার জানান, বর্তমানে আমাদের অর্ধশতাধিক ছাত্রী মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ২০০৭-০৮ সেশনে ছাত্রী ভর্তি হলে তাদের জন্য আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এরই মধ্যে কমনরুম, ইনডোর গেমস ও টিভিরুম গণরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। হলে বর্তমানে ছাত্রীদের পড়ার রুম ও নামাজ ঘরের সঙ্কট রয়েছে। তিনি আরো জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো অনুসারে এখানে ২৯টি পদ থাকলেও বর্তমানে মাত্র ৯ জন কর্মরত রয়েছেন।

ফলে ছাত্রীদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। হলের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অনেক পুরনো হওয়ায় যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিনিয়ত ঘটে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ঘটনা। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি ছাত্রী থাকায় পানির ট্যাঙ্কগুলো পুরনো ও ছোট হওয়ায় প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না ছাত্রীদের। প্রতিদিন দুপুরে পানি সঙ্কটের জন্য বাথরুমে ভিড় লেগেই থাকে। বর্তমানে নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য নির্ধারিত রুম প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গণরুমে অবস্থান করা ছাত্রীরা জানায়, দুই সেমিস্টার ধরে আরা এ রুমে অবস্থান করছে। এখানে নেই ফ্যান, নেই আলোর ব্যবস্থা। পড়ার জন্য টেবিল ও ঘুমানোর জন্য নেই প্রয়োজনীয় খাট। তাছাড়া মশার উপদ্রব আর ভাইরাসজনিত রোগে তাদের জীবন অতিষ্ঠ। অন্যদিকে বর্তমানে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীদের ভিড় থাকায় অনেক রাতই না ঘুমিয়ে কাটাতে হচ্ছে।

ফাইনাল পরীক্ষার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, মঞ্জুরি কমিশনে নতুন হল নির্মাণের জন্য চলতি অর্থ বছরে চার কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে ছাত্রীদের জন্য নতুন হল নির্মাণ করা সম্ভব হবে।